ভারতবর্ষ সতী সাবিত্রীর দেশ

বাণীশ্রী পিকচার্সের শ্রদ্ধাঞ্জলি

সতী সাবিত্রী ও সত্যবান

ইস্টম্যানকলোর

বাণীশ্রী পিকচার্স-এর শ্রদ্ধার্ঘ

সতী সাবিত্রী ও সত্যবান

(ইষ্টম্যান কালার)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **ভূপেন রায়** ● সংগীত : **নীতা সেন**

কাহিনী সংকলন : **বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র** ॥ গীতরচনা : **গৌরী প্রসন্ন মজুমদার** চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : **কানাই দে** ॥ চিত্রগ্রহণ : **বিমল চৌধুরী** ॥ সম্পাদনা : **রবীন সেন** ॥ শিল্পনির্দেশনা : **প্রসাদ মিত্র** ॥ নৃত্যপরিচালনা : **শক্তি নাগ** ॥ রূপসজ্জা : **নিতাই সরকার** ॥ সংগীতগ্রহণ : **সত্যেন চ্যাটার্জী** (টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও), **জ্যোতি চ্যাটার্জী** (ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ) ॥ শব্দগ্রহণ : **জে, ডি, ইরানী** ॥ প্রচারসচিব : **কল্যাণী দত্ত** ॥

শব্দপুনর্যোজনা : মোহন সুন্দরম (মাদ্রাজ) ॥ তত্ত্বাবধায়ক : প্রবোধ পাল, অশোক দাশগুপ্ত ॥ সাজসজ্জা : দিলীপ বিশ্বাস, মণ্ডল এ্যাণ্ড কোম্পানী ॥ কেশসজ্জা : মেহবুব, দি মেক আপ ॥ দৃশ্যসজ্জা : ডি, আর মেক আপ। প্রচার পরিকল্পনা উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**

প্রধান সহকারী পরিচালক : **গোপাল চ্যাটার্জী ও সুজয় দত্ত** ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : ফটোগ্রেভিয়ার ॥ প্রচার অঙ্কন : নির্মল রায়, রতন বরাট, ডিজাইন, ভবানীপুর লাইট হাউস, পালিত ॥ বেতার প্রচার : স্বরলিপি ॥ বর্হিদৃশ্যের শব্দগ্রহণ : বাবু পাধিয়ার, অমূল্য দাস, জগৎ দাস ॥ পরিস্ফুটন : নভরভ সিনে সেন্টার (বোম্বে), বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ (কলিকাতা) ॥ আলোক সম্পাত : হেমন্ত দাস, দেবেন দাস, মনোরঞ্জন, বিনয়, বাদল, শঙ্কর, সুখরঞ্জন ॥ কারুশিল্প : সাদেক আলি, বিষ্ণু দেব, মহেশ্বর, রতন, বিশ্বনাথ, প্রহ্লাদ, ক্ষেত্র, ভুটান, কেশব, চরণ, কেনা, বিদ্যাধর, নাথনী ॥

* নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে : **আরতি মুখার্জী, দ্বিজেন মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, মাধুরী চ্যাটার্জী ও মাধুরী মুখার্জী** *

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : অমিয় বসু ॥ সংগীতে : চন্দন রায়চৌধুরী ॥ চিত্রগ্রহণে : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ সম্পাদনায় : দেবীদাস গাঙ্গুলী ॥ শিল্পনির্দেশনায় : গুপী সেন ॥ ক্যামেরায় : ভাগ্যধর জানা ॥ ব্যবস্থাপনায় : রাম সরকার, অনিল ॥ সাজসজ্জায় : পুলিন কয়াল, বিশু চক্রবর্তী ॥ কেশজ্জায় : ইন্দ্রা সেন ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ ॥ রূপসজ্জায় : সুবোধ ॥ তত্ত্বাবধানে : নিরঞ্জন মাইতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীবিশ্বেশ্বর লাল, শ্রীপাঠক (জেরাইকেল্লা), শ্রীনরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক (কটুবাবু) (বারিপদা), শ্রীনারায়ণ সিং বোধানা, শ্রীরোমি মেহরা (যোধপুর)।

নাম ভূমিকায় : **মহুয়া রায়চৌধুরী ও দেবাশীষ মল্লিক**।

মুখ্যভূমিকায় : **অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, সন্ধ্যারাণী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শাকিলা ও দিলীপ রায়**

অন্যান্য ভূমিকায় : শঙ্কর নারায়ণ, মন্মথ মুখার্জী, আনন্দ মুখার্জী, অমল ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ সরকার, অমরেণ দাস, উমা দে, গার্গী বসু, কমলা ভট্টাচার্য (যোধপুর), সঞ্চালী রায়, বাণীকুমার, সজল ঘটক, রবীন চক্রবর্তী, মধু বসু, হরপ্রসাদ মুখার্জী, সমীরণ চৌধুরী, নবনীতা, স্বপ্না, হেনা, অদিতি, কল্পনা, স্বাগতা, শুভ্রা, বিচিত্রা, গৌরাঙ্গ, সুকুমার, শান্তি, পরিতোষ, শঙ্কর, তপন, সহীদ আলি ও অনেকে।

● বিশ্ব পরিবেশনা : **ট্রিমল্যাণ্ড পিকচার্স (কলিকাতা)** ● **দোসানী ফিল্মস্**

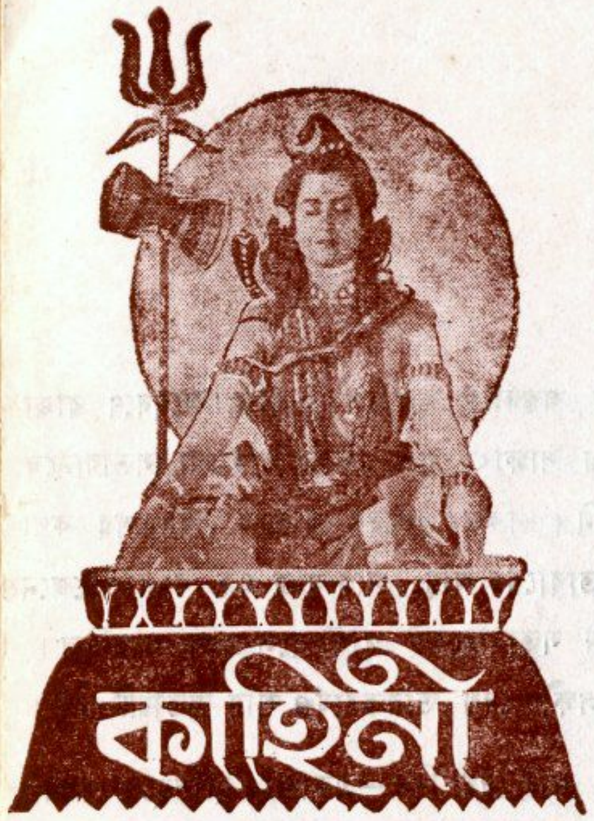

কাহিনী

মদ্ররাজ অশ্বপতি-দুহিতা সাবিত্রী তাঁর জীবনে পতি-প্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা আর স্বধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে বিধাতার বিধানকে পর্যুদস্ত করে মৃত স্বামী সত্যবানকে ধর্মরাজ যমের কবল থেকে মুক্ত করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে।

সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রীর বরে তার জন্ম বলেই পিতামাতা নাম রেখেছিলেন সাবিত্রী। সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, সঙ্গীতকলায় পারদর্শিনী সাবিত্রী যে অনন্যা, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পতি নির্বাচনে তৎকালীন স্বাভাবিক অনুষ্ঠান স্বয়ম্বরকে স্বীকার না করে সাবিত্রী যখন রাজ্য ভ্রমণে বের হলো পতি অন্বেষণে। পিতা অশ্বপতি পরমবন্ধু শল্যরাজ দ্যুমৎ সেন-পুত্র সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দিতে সত্যবদ্ধ ছিলেন। দ্যুমৎ সেন ভাগ্য বিড়ম্বনায় রাজ্য হারিয়ে বনবাসী হয়েছেন, এই কারণেই অশ্বপতি দ্যুমৎ সেন প্রেরিত বিবাহের দৌত্যকে প্রত্যাখান করেছিলেন। সাবিত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা চিন্তা করেই যে অশ্বপতি সত্যভঙ্গের পাপকেও স্বীকার

করেছেন, সাবিত্রী তা উপলব্ধি করে অন্তর্দাহে জলছিল। পতি অন্বেষণে রাজ্য পেয়েছিল, যখন কাম্যবনে সত্যবানের সাক্ষাৎ পেয়ে ছলনার সাহায্যে সত্যবানকে বাধাদান তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। কিন্তু গুরুদেব যে চরম সর্বনাশের কথা যাওয়া তখন আর সম্ভব ছিল না। সত্যবানের আয়ু 'আর মাত্র এক বৎসর' জেনেও এই কারণে যে, সে মনে প্রাণে তখন সত্যবানকেই স্বামী বলে গ্রহণ করেছিল। সাবিত্রীর এই অবদানের দৃষ্টান্ত সতী লক্ষীর দেশ ভারতবর্ষেও আর দ্বিতীয়টি নেই।

সাবিত্রীর বিবাহোত্তর জীবনে তাই দেখা দিল—একাধারে হাসিমুখে শ্বশুর, গোপনে উপায় উদ্ভাবন—এই দুরূহ দ্বৈত জীবন। কঠোর সংযম, পরম ভক্তি, দিনে গেঁথে তুলতে লাগলো জীবন আর মৃত্যুর মাঝের সেতুপথ। দেবী সাবিত্রীর দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ হল। সাবিত্রী মৃত স্বামীর হতে এবং ধর্ম, কর্ম, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তিতে প্রত্যেক মানুষকে স্নাত হয়ে

ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্য যে সত্যবানের অনুসন্ধান, সে কথা তার মনেই ছিল—প্রকাশ বন্দী করে প্রাসাদে এনে গোপনে তাকে বিবাহ করেছিল। পিতা-মাতার নিষেধ ও সে দিন শোনালেন, স্তম্ভিত, স্থবির হয়ে গেলেও সাবিত্রীর পক্ষে সে সর্বনাশকে এড়িয়ে সে প্রচণ্ড মানসিক শক্তিতে আত্মস্থ হয়ে চরম সর্বনাশকেও স্বীকার করে নিয়েছিল পিতৃসত্য রক্ষার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং দ্বিচারিণী না হবার কঠিন সংকল্পে অনড়

শাশুড়ী, স্বামী ও পরিজনের পরিচর্যা করা—অন্য দিকে, একান্তে স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য একনিষ্ঠ প্রতিপ্রেমের সঙ্গে হৃদয়ের সবটুকু আকুলতা মিশিয়ে সাবিত্রী তাই প্রতিটি নির্দেশে নিজের কর্ম ও একাগ্র ইচ্ছাশক্তি দিয়ে গড়ে তোলা সেই সেতু একদিন আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল মর্ত্তে—বিশ্বচরাচরে সতী সাবিত্রী নামে প্রতিষ্ঠিত অসাধ্য সাধনে ব্রতী হবার অনুপ্রেরণা দিতে।

ভারতবর্ষ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর দেশ—এ কথার সত্যতা যুগে যুগে ভারতের নারীজাতি তাঁদের নিষ্ঠা, ভক্তি, সতীত্ব আর চরিত্রের বিশিষ্টতার দৃষ্টান্ত রেখে প্রমাণ করে গেছেন। তাই ভারতের নারী বিশ্বের দরবারে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিতা।

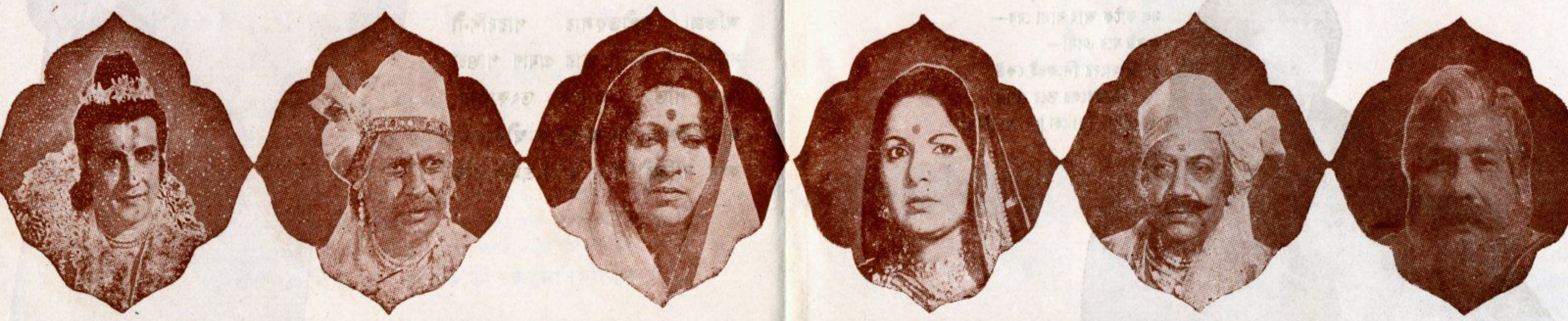

সঙ্গীত

(১)

জগন্মাতা লহ পূজা
তুমি দেবী রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা।
লহ অর্ঘ লহ পূজা।
সূর্য্য মণ্ডল মধ্যষ্টা, তুমি সবিতা, তুমি সাবিত্রী।
তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া
ঋকবেদ সংহিতা, তুমি সবিতা, তুমি সাবিত্রী।
সচ্চিদানন্দময়ী তুমি সবিতা
স্বর্গস্থিতি লয় কত্রী তুমি সবিতা
লহ অর্ঘ লহ পূজা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু পশুপতি
দুর্গা লক্ষী সরস্বতী
তোমারি অংশ দেবী হে সাবিত্রী
তোমারি চরণ সেবি, হে দেবী।
নিগমানামরূপা হে সবিতা
গুণ-ময়ী জগদম্বে হে সবিতা
লহ অর্ঘ লহ পূজা॥

(২)

বরের পাশে বৌ চলেছে, দুলছে নাকে নোলক,
বাঁশী বাজে বাদ্যি বাজে, আর বাজে ঢোলক।
গায়ে হলুদ শাড়ীতে হলুদ কাল রূপের কন্যা
লাল চেলীতে উপছে পড়া যৌবনেরি বণ্যা॥

(৩)

জয় শিব শঙ্কর জীব শুভশঙ্কর।
আদিনাথ লহ প্রণাম
পার্বতী বল্লভ, দেহি পদ পল্লভ।
শান্তি তোমার নাম॥
জটাজুটধারী তুমি, শ্মশানচারী তুমি,
তুমি মুক্তি গুণধাম॥
পশুপতি প্রমথেশ, মহাদেব পরমেশ।
কর পূর্ণ মনস্কাম॥
ফণিহার গলে দোলে, ডম্বরু সুর তোলে
তুমি মোক্ষ সত্যকাম॥

(৪)

আহারে! পরাণ বাঁশরি আজ
মুখরিত বসন্ত বাহারে, আহারে।
তাই যেন অনুক্ষণ, দোলে এই তনুমন,
প্রাণের গোপন কথা বলি আমি কাহারে?
মধুকর মধু খোজে পুষ্প পরাগে,
রঙ্গ তরঙ্গ দোলে হৃদয় তরাগে
কুহু ঐ ধরে তান মুহু মুহু ভরে প্রাণ
কে যেন ডাকিয়া বলে হায় পিউ কাঁহারে?

(৫)

রাজকন্যা বহু এলো বনবাসীর ঘরে লো—
ধা কুড় ধা, ধা কুড় ধা, ধা কুড় ধা কুড়
ধাকুর ধা ধা।
বাজিয়ে মাদল আয়রে সবাই আয়রে
কি দিয়ে বউ বরণ করি হায় রে—
বউ নয় এ চাঁদের আলো
ঘরেকে শোভা করে লো॥
কাঠা ভরে ধান দেব, বাটা ভরে পান দেব।
নাচন দেব, গান দেব।
ও বউ ঘরে এসো—
বউকে পেয়ে মন আমাদের
আনন্দে আজ ভরে লো॥
বঁইচি ফুলের মালা দেব,
কলস বাটি থালা দেব,
মল কাঁকৈ আর বালা দেব—
ও বউ ঘরে এসো—
বউ আমাদের নিজেরই কেউ,
চিরকালের তরে লো॥
হো হো! হো হো!! হো হো!!!

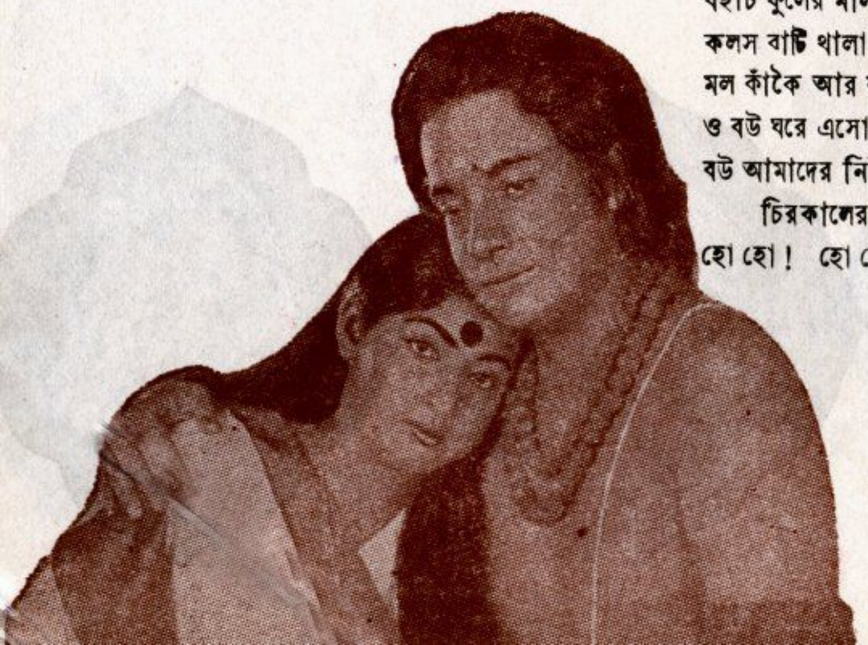

(৬)

না, না, না, ও নামে নয়,
ও নামে ডাকলে আমায়
উপহাস মনে হয়।
আমি নই রাজকন্যা তোমার কাছে—
তুমি ছাড়া আমার বল কে আর আছে?
যেন তোমারি প্রেম মাথায় আমার
মুকুট হয়ে রয়॥
জনম আমার রাজার ঘরে অপরাধ বল কার?
তুমি আমার প্রাণের রাজা সেইত আমার
অহঙ্কার॥
তুমি আমার স্বপ্ন সুখের সাধনা গো—
মিলনেরি মালায় আমার বাঁধো না গো—
তুমি আমার জীবন মরণ আমার পরিচয়॥

(৭)

এইতো এখানে প্রথম মিলন মনে কি আছে?
মুখে ছিল লাজ, চোখে ছিল কথা—
ভেঙ্গে সেই নীরবতা ছিলে দূরে এলে কাছে॥
প্রথম মিলনের সেই শুভদৃষ্টি
চির আনন্দ করুক সৃষ্টি—
নিকুঞ্জ করে পুষ্পবৃষ্টি গুঞ্জিত অলি নাচে॥
মদির আবেশ মধুর রঙ্গ
প্রণয় পিয়াসী বধুর সঙ্গ
মিলন পিয়াসী ও দুটি অঙ্গ
রোমাঞ্চ সুখ যাচে॥

স্তোত্র—১

জনমগুলম, গুঢ়মতি প্রবোধম্,
ধর্মস্তবৃদ্ধিম, কুরুতোজনানান।
যৎসর্বপাপক্ষয় কারণম্ চ,
পুনাতুমাম্ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥

স্তোত্র—২

ওঁ ভুর্ভুবঃ স্ব।
ত্রয়োম্বকং যজামাহে—
তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্—
সুগন্ধিম পুষ্টি বর্দ্ধনম্—
ভর্গোদেবস্য ধীমহি
উর্বারুকামিভ বন্ধনান্।
ধীয়ো য়ো ন প্রচোদয়াৎ
মৃত্যোর্মুক্ষিয় সামৃতাত॥

বাণীশ্রী পিকচার্স, ড্রিমল্যাণ্ড পিকচার্স (কলিকাতা) ও দোসানী ফিল্মসের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। মুদ্রণে : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩

* সম্পাদনা : পরিকল্পনা ও গ্রন্থনা : শ্রীপঞ্চানন *